দৈনিক সংবাদ

তারিখ 11 DEC 1998
পৃষ্ঠা 2 কলাম 4

আন্তর্জাতিক কম্পিউটার মেলা শুরু

কম্পিউটার শিল্পের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তির বিকাশ চাই

অর্থমন্ত্রী

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

পাঁচদিনব্যাপী বিসিএস আন্তর্জাতিক কম্পিউটার মেলা গতকাল বৃহস্পতিবার থেকে ঢাকার আগারগাঁও আইডিবি ভবনে শুরু হয়েছে। মেলার প্রথম দিনেই গতকাল মেলাঙ্গনে জড়ো হয়েছিল হাজারো তরুণ কম্পিউটারপ্রেমী।

গতকাল সকালে অর্থমন্ত্রী শাহ এএমএস কিবরিয়া এ মেলার উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর, এফবিসিসিআই সভাপতি আবদুল আওয়াল মিন্টু। অনুষ্ঠানে, বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির পক্ষে বক্তব্য রাখেন সভাপতি আফতাবুল ইসলাম এবং সাধারণ সম্পাদক আহমদ মাযহার জুয়েল।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী শাহ্ এএমএস কিবরিয়া বলেন, সরকার কম্পিউটার শিল্পের বিকাশে সকল রকম সাহায্য অব্যাহত রাখবে। বেসরকারি খাতে কম্পিউটার শিল্পের দ্রুত বিকাশ করতে সরকার ইতোমধ্যে কম্পিউটারের সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যারের শুল্ক মুক্ত করেছে। তিনি আরো বলেন, কম্পিউটার শিল্পের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তির দ্বার উন্মোচিত করে দেশকে আরো এগিয়ে নিতেহবে।

বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ বলেন, এ অর্থবছরেই তথ্যপ্রযুক্তির বলয়কে আরো বিকশিত করতে একটি ইনফরমেশন ভিলেজ প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, সরকার ২ হাজার সাল নাগাদ বিদেশে সফটওয়্যার রপ্তানি করে দেশের রপ্তানি খাতে আয় বাড়াতে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তিনি বেসরকারি উদ্যোক্তাদের এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানান। আলোচনা অনুষ্ঠানশেষে অর্থমন্ত্রী মেলার উদ্বোধন ঘোষণা করেন। পরে আমন্ত্রিত অতিথিরা মেলার বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন।

বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি আয়োজিত এ মেলায় ১শ' ৫১টি কম্পিউটার প্রতিষ্ঠান অংশ নিচ্ছে। এদের মধ্যে ৭৭টি হার্ডওয়্যার, ৩৭টি সফটওয়্যার, ১৮টি ট্রেনিং, ৭টি ইন্টারনেট সার্ভিস ও ১২টি প্রকাশনা সংস্থা এ মেলায় অংশ নিচ্ছে ২শ' ২০টি স্টলে। আইডিবি ভবনের ৪ তলায় এসব স্টল সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে। বিদেশী ৪০টি কোম্পানিও অংশ নিচ্ছে এ মেলায়।

মেলায় গতকাল ঢল নেমেছিল তারুণ্যের। ঢাকার বিভিন্ন স্থান থেকে অগণিত তরুণ ভিড় জমাচ্ছিলো। কম্পিউটার সাজানো ছিল প্রতি স্টলেই। মনিটরে একেক কোম্পানি একেক ধরনের প্রোগ্রাম প্রদর্শন করছিল। বেশ কয়েকটি কোম্পানি এনেছে বড় বড় স্ক্রিনওয়ালা কম্পিউটার। সিডির মাধ্যমে চলচ্চিত্র প্রদর্শন হচ্ছিল সেখানে। উৎসুক তরুণদের অনেকেই বেশ খানিকটা সময় নিয়ে দাঁড়াতে দেখা গেছে।

মেলায় কথা হলো আইএসটি কম্পিউটার কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক আখতারুজ্জামান খানের সঙ্গে। তিনি বললেন, দর্শকদের আগমন দেখে তারা উৎসাহিত হচ্ছেন। মানুষ কম্পিউটার সম্পর্কে ক্রমেই সচেতন হচ্ছে। এ মেলা উপলক্ষে তারা কিছু সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন। কম্পিউটারের পুরো সেট কিনলে একটি প্রিন্টার ফ্রি দেবেন তারা।

মেলায় কম্পিউটারের প্রচার করছে সকল কোম্পানিই। দর্শকদের বুঝাচ্ছে তাদের সুযোগ-সুবিধার ব্যাপারে। কম্পিউটার সেটের দাম কমিয়ে দিয়েছে কোন কোন কোম্পানি। কোন কোম্পানি মেলা উপলক্ষে তৈরি করেছে নতুন প্রোগ্রাম। সেগুলো বুঝিয়ে দেয়া হচ্ছে আগত দর্শকদের।

মেলার বিভিন্ন স্টলে কাজ করছেন অনেক তরুণ-তরুণী। সুন্দর সাজানো-গোছানো কম্পিউটার স্টলগুলো ছাড়াও মেলায় রয়েছে খাবারের দোকান, কম্পিউটার বিষয়ক প্রকাশনার দোকান।

গতকাল মেলা উপলক্ষে বাংলাদেশ সফরে আসা বিশ্বখ্যাত সিলিকন ভ্যালির সভাপতি জর্জ ব্রিনস্মিড এক সাংবাদিক সম্মেলনে বললেন, বাংলাদেশের চমৎকার ভবিষ্যৎ রয়েছে কম্পিউটার প্রযুক্তি রপ্তানিতে। বাংলাদেশ কম্পিউটার সংযোজন করেও বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতে পারে বলে তিনি উল্লেখ করেন। আইডিবি কনফারেন্স রুমে এ সাংবাদিক সম্মেলনে সিলিকন ভ্যালির বাংলাদেশ প্রতিনিধিসহ অন্যান্য কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

মেলা প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। দর্শকদের জন্য টিকেটের মূল্য ১০ টাকা প্রতিজন। মেলা চলবে ১৪ তারিখ পর্যন্ত। তবে আরো দুদিন বাড়তে পারে বলে জানা গেছে।